R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-২৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এভারেষ্ট
এ্যাসবেসটস শীট
বৈশিষ্ট্যতায় ভরা, কয়েক দশক ধরে সকলের প্রিয়।
মহকুমার একমাত্র পরিবেশক—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৪শ বর্ষ
২৮/২৯শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৭/১৪ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৮৪ সাল।
২৩/৩০শে নভেম্বর, ১৯৭৭ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

অসীম চ্যাটার্জি নৌকাপথে জঙ্গিপুর এসেছিলেন নির্দ্দেশ দিতে, গোপন সভাও হয়েছিল ঃ নকশালপন্থীর স্বীকারোক্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১৯৭০-৭১ সালে সি পি আই (এম এল) দলের নীতি ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যাঁরা নকশালের গোপন গেরিলা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে জঙ্গিপুর মহকুমায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন, আজ তাঁদের অনেকেই পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে জীবনধারণ করছেন। তাঁদের পুনরায় দলের আন্দোলনে সামিল হওয়ার কোন প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। অথচ এক সময় এঁরা কতই না সক্রিয় ছিলেন। জনা ছয়েক মহিলাও নকশাল দলে ছিলেন। মহকুমার নকশালপন্থী বলে পরিচিত কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিস্তারিত জানতে গিয়ে যদিও নিরাশ হয়েছি, তবুও তাঁদের কথাবার্তায় বোঝা গেছে তাঁরা অনেকেই আর কোন রকম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকতে চান না। অনেক কর্মী আবার কোন রকম সাক্ষাৎকারেও নারাজ। তাঁদের ভয়, পরিচয় প্রকাশ পেলে হয়তো ভবিষ্যৎ জীবনে কিছু ক্ষতি হতে পারে। 'পরিচয় কোন মতেই প্রকাশ পাবে না'—এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে ঐ দলের জনৈক সদস্য 'দলের নেতৃবৃন্দের বহুধা-বিভক্তের বিভ্রান্তিকর কার্য্যধারাকে স্বার্থপরতা' বলে 'নিন্দা' করেন। জেলখানায় তৎকালে নকশালপন্থীদের ওপর অকথ্য নির্যাতনের কথা জানিয়ে তিনি বলেন, 'নেতৃত্বের ভুলের জন্য পশ্চিমবঙ্গের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

১২ জন গ্রেপ্তার, কাটা ধান আটক

সাগরদীঘি, ২৩ নভেম্বর—বর্তমানে এই থানা এলাকায় যিনি ধান পুঁতেছেন তিনি ধান পাচ্ছেন না। কে বা কারা চুপিসারে রাত্রির অন্ধকারে সেই ধান কেটে নিচ্ছে। মনিগ্রাম নয়াপাড়ার নবদ্বীপ টুডু নামে জনৈক আদিবাসীর বড়গড়া মৌজার ৩৫ শতক জমির ধান সম্পূর্ণ এবং নেপাল কর্মকারের বলরামবাটী মৌজার ৩৬ শতক জমির ধান আংশিক এইভাবে কেটে নেওয়া হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। চাঁদপাড়া গ্রামের আদিবাসী রমণী সোনা হেমব্রম চাঁদপাড়া মৌজায় ধান চাষ করেছিলেন। পাকা ধান কেউ কেটে নিবে ভয়ে তিনি আগে থেকেই জঙ্গিপুর আদালত থেকে ইনজাংসন দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু সেই ইনজাংসন অমান্য করে গতকাল ১২ জন লোক সেই জমির ধান কাটতে শুরু করলে থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ওই ১২ জনকেই গ্রেপ্তার করে বলে জানা যায়।

বোখারা থেকে জঙ্গিপুর সংবাদ প্রতিনিধি জানাচ্ছেন, ১২ নভেম্বর সাগরদীঘি থানার কৈয়র মৌজায় ২৯৪ ও ২৯৫ খতিয়ানের প্রায় ৭ বিঘা জমির ধান বর্তমান মালিকপক্ষ শতাধিক লোকের সহায়তায় কয়েক ঘন্টার মধ্যেই কেটে নেন। অথচ তার আগের দিন সন্ধ্যায় স্থানীয় সি পি এম কর্মী

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দিল্লীর কৃষি মেলায় মুর্শিদাবাদের কৃষক

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৪ নভেম্বর সকাল ৯-৪০ মিনিটে বহরমপুর হতে প্রথম পর্য্যায়ে মুর্শিদাবাদ জেলার ১০ জন প্রগতিশীল চাষী সরকারী ব্যয়ে জঙ্গিপুর মহকুমা কৃষি আধিকারিক রমানাথ চন্দের নেতৃত্বে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কৃষিমেলা 'এগ্রি এক্সপো ১৯৭৭'-তে যোগদানের জন্য দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেছেন। তাঁরা সেখানে ভারতের এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিজ উৎপাদনের অগ্রগতি, পশুপালন, মৎস্যচাষ, কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান আহরণ করবেন।

বাসষ্ট্যাণ্ড উদ্বোধন

ধুলিয়ান, ২৩ নভেম্বর—গত ১৭ নভেম্বর ধুলিয়ানে সদ্যনির্মিত বাসষ্ট্যাণ্ডটি যাত্রী সাধারণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে। উদ্বোধন করেছেন রাজ্য কারা ও পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী দেবব্রত

(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মারামারি, গ্রেপ্তার

সাগরদীঘি, ২৬ নভেম্বর—গত রবিবার এখানে মারামারির অভিযোগে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশী সূত্রের খবরে প্রকাশ, ১৯ নভেম্বর রাত্রে শরীকে শরীকে মারামারির ফলে দুই পক্ষের ৪ জন অল্পবিস্তর জখম হন। দীর্ঘদিনের পারিবারিক অন্তর্কলহ এই মারামারির কারণ বলে জানা যায়। পুলিশ উভয় পক্ষের ১৬ জনের বিরুদ্ধে ১৪৭, ৩২৫, ৩০৭, ৩২৩ ও ৩২৬ ধারায় দুটি মামলা রুজু করেছে। অভিযুক্তদের মধ্যে সাগরদীঘি উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালক-মণ্ডলীর সম্পাদক মদন তকতও রয়েছেন। তিনি জঙ্গিপুর আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। অন্যরাও জামিন পেয়েছেন।

শহীদ স্মরণে

ধুলিয়ান ২৩ নভেম্বর—সামসেরগঞ্জ থানার বাসুদেবপুর হাটে গত ১৭ নভেম্বর শহীদ অর্জ্জুন ও এরাদত স্মরণে দুটি জনসভার আয়োজন করা হয়। শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন রাজ্য কারা ও পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এস পি আয়োজিত এক জনসভায় তিনি ভাষণ দেন। ওই দিন একই সময়ে আর এস পি'র স্মরণসভার কিছু দূরে আর একটি শহীদ বেদী তৈরী করে সেখানে এক জনসভার আয়োজন করেন সি পি এম। সেই সভায় ১৯৭৩ সালের ১৭ নভেম্বর পুলিশের গুলিতে নিহত অর্জ্জুন ও এরাদতের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে রাজনৈতিক বক্তব্য রাখেন রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল বারি এবং ফরাক্কার এম এল এ আবুল হাসনাৎ খানসহ আরো অনেকে।

'জাল যার জলা তার'

ফরাক্কা ব্যারেজ, ২৩ নভেম্বর—এখানে গত ১৭ নভেম্বর মৎসজীবীদের এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন কারামন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় মৎস্যজীবীরা তাঁদের দীর্ঘদিনের অভাব অভিযোগ পেশ করেন এবং উৎপীড়নের প্রতিকার দাবি করেন। কারামন্ত্রী মৎস্যজীবীদের সংযতভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, 'জাল যার জলা তার' নীতি কার্যকর করার জন্য রাজ্য সরকার চেষ্টা করছেন। এই নীতি কার্যকর করা হবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে, উত্তেজনার মাধ্যমে নয়।

সমাবেশের আগে ফরাক্কা সার্কিট হাউসে মৎস্যজীবীদের সমস্যা নিয়ে মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক এবং

(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭/১৪ই অগ্রহায়ণ বুধবার, সন '৮৪ সাল

দরের প্রতিযোগিতা

বাতাসে শীতের আমেজ। মাঠে মাঠে পাকা ধানের সোনালী রূপে ধরিত্রী মোহিনী সাজিয়াছে। চাষীর মুখে হাসি ফুটিয়াছে, গৃহস্থ উল্লসিত হইতেছেন। কল্পনায় সোনার বাঙলার রূপ পরিস্ফুটিত হইতেছে। কিন্তু বাস্তবের মুখোমুখি হইতেই চমক ভাঙিতেছে। যে দেশের মাঠভরা ধান, পুকুরভরা মাছ, সেই দেশের বাজারে গিয়া মুখ ব্যাজার করিয়া ফিরিতে হইতেছে। খালি থলে হাতে লইয়া বারংবার পকেটে হাত দিয়া দেখিতে হইতেছে বাজারের জন্য বরাদ্দ অর্থে পরিবারের সকলের কুলাইবে তো? যেমন তেমন মাছ ৭/৮ টাকা কেজি, মাংস ১১/১২ টাকা। মাছ-মাংস বাদ দিয়া সব্জী খাইবারও উপায় নাই। শাক পালং ইত্যাদির দর এক টাকা অথবা তারও বেশী। নূতন আলু উঠিয়াছে তথাপি তাহার দর দুই টাকার নীচে নহে। যে বেগুন একদা জঙ্গিপুরে সুখ্যাত ছিল সস্তা হিসাবে, সেই বেগুনের দরও আজ প্রায় দেড় টাকা। কপি—বাঁধা কি ফুল ধনীর খাদ্যে পরিণত হইয়াছে; গরীবের নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। মূলার দরও টাকা ছুঁই ছুঁই করিতেছে।

শান্তিতে দু'বেলা পেট পুরিয়া ভাত খাইবারও উপায় নাই। নূতন চাল কম করিয়া দুই টাকা, আংশিক রেশনে সরকারের দয়ায় যে চাল মিলে তাহা মানুষ তো বটেই, পশুও খাইতে পারিবে কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। তাহাও আবার আতপ। রেপসীড, সরিষার তৈল, ডাল প্রভৃতির দরও উর্ধ্বমুখী। সমস্ত কিছু দেখিয়া মনে হইতেছে, বাজার দরের প্রতিযোগিতা চলিতেছে। এবং দরের উর্ধ্বগতি রোধে সরকার ব্যর্থ হইতেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নতুন সরকারের দিকে চাহিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু বিগত কয়েক মাসে মূল্য-বৃদ্ধি রোধে সরকারী ব্যর্থতায় সকলকে পুনরায় হতাশ হইতে হইয়াছে। মূল্য-বৃদ্ধি একটি সংক্রামক ব্যধি। যত 'রোগ' মিলিয়া সৃষ্ট দুরারোগ্য এই রোগ সারাইতে হইলে পরিকল্পনামাফিক অগ্রসর হইতে হইবে। পাশাপাশি সরকারী নিয়ন্ত্রণে ন্যায্যমূল্যে বাজার সৃষ্টি করিতে হইবে। অন্যথায় কিছুই হইবে না।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

মোরগের বদলে কাজ

জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের জি ডি এ দীনেশ দে রোগীদের কাছ থেকে ভাল ড্রেসিং-এর জন্য দু' একটি করে টাকা নিয়ে থাকেন কয়েকদিন আগে তিনি একজন রোগীর কাছে মোরগ চান। রোগীটির হারনিয়া অপারেশন হয়েছিল। তিনি জি ডি একে মোরগ দিতে পারেননি বলে তাঁর ড্রেসিং হয়নি। ফলে তাঁর ক্ষতস্থানের ঘা বেড়েছে। আমাদের প্রশ্ন দীনেশ দে সরকারী কর্মচারী হয়েও রোগীর কাছ থেকে কাজের জন্য টাকা বা মোরগ চাইবার সাহস পান কোত্থেকে? —মুজাহিদ ইসলাম, দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ।

শহরে বাঙলা ছায়াছবি

রাজ্য সরকারের নতুন নীতির ফলে রঙীন ছায়াছবির উপর সারচারজ ধার্য হওয়ায় আমরা এই মফঃস্বল শহরের দর্শকরা বেশী করে বাঙলা ছবি দেখতে পাচ্ছি। এর জন্যে প্রথমেই জঙ্গিপুর সংবাদ মারফৎ ধন্যবাদ জানাই রাজ্য অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র মহাশয়কে। এই মফঃস্বল শহরে (যেখানে সকলেই বাঙালী) বছরের মধ্যে বাঙলা ছবি দেখানো হত কালেভদ্রে। ফলে আমাদের মত বাঙলা ছবির দর্শকরা বঞ্চিত হতাম। এখন রঙীন ফিলমের ওপর সারচারজ আমাদের মত দর্শকদের কাছে আশীর্ব্বাদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিনেমা হলগুলির মালিকেরা যদি হতাশ না হয়ে ক্রমাগত বাঙলা ছবি আনতে শুরু করেন, তবে আমার বিশ্বাস, বাঙলা ছবি দেখার জন্য সকলেই উৎসাহিত হবেন এবং বাঙলা ছবিও পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলবে।—রতন রায়, রঘুনাথগঞ্জ।

শান্তিপূর্ণ ইদুজ্জোহা উৎসব

অরঙ্গাবাদ, ২৩ নভেম্বর—গতকাল জঙ্গিপুর মহকুমার সর্বত্র বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে শান্তিপূর্ণ-ভাবে ইদুজ্জোহা উৎসব অতিবাহিত হয়েছে। এখানে উৎসবের একদিন আগে প্রশাসনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিড়ির মজুরি বৃদ্ধি

নিজস্ব সংবাদদাতা: জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি হাজারে ৬০ পয়সা করে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২৯ ও ৩০ নভেম্বর লেবার কমিশনার এবং মালিক ও কর্মচারিদের বৈঠকে স্বাক্ষরিত দ্বিপাক্ষিকচুক্তি থেকে এ কথা জানা গেছে। যদি কোন মুনসী কম মজুরি দেন অথবা শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করেন তবে তাঁকে তদন্তসাপেক্ষে অভিযোগ প্রমাণিত হলে বরখাস্তের সংস্থান ওই চুক্তিতে রাখা হয়েছে।

ক্ষেত-মজুর ধর্ম্মঘট

নিজস্ব সংবাদদাতা: সি পি আই (এম) নিয়ন্ত্রিত কৃষক সমিতির ডাকে সরকার নির্ধারিত মজুরি প্রবর্তনের দাবিতে ২৯ নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জ থানার সেওা গ্রামে ক্ষেতমজুরদের একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালিত হয়। ক্ষেত-মজুরদের সঙ্গে বাড়ির ঝি-চাকররাও ধর্মঘটে সামিল হন বলে জানা যায়।

খেলার খবর

নিজস্ব সংবাদদাতা: জোতকমল স্পোরটিং ক্লাব ও বিপিন ঘোষ স্মৃতি কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত ২৭ নভেম্বর ইসলামপুর স্পোরটিং ক্লাব ১ গোলে নূতন জয়রামপুর ক্লাবকে হারিয়ে জয়লাভ করে। এক হাজার দর্শক খেলাটি উপভোগ করেন। শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের পুরস্কার লাভ করেন ইসলামপুর স্পোরটিং ক্লাবের মহঃ সেলিমুল্লাহ। পুরস্কার বিতরণ করেন জঙ্গিপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শান্তি-গোপাল দত্ত।

গত ২০ নভেম্বর ম্যাকেনজি পারক্ সংলগ্ন রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ৫ ফুট উচ্চতার হেমবরণী স্মৃতি রানিং শীল্ড ও কাপের ফাইনাল খেলায় কানুপুর এফ পি রঘুনাথগঞ্জ সেবাশিবির ক্লাবকে ১—০ গোলে পরাজিত করে শীল্ড লাভ করে।

মিশ্র মৎস্যচাষ প্রকল্প

অরুর, ৩০ নভেম্বর—রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ বিদ্যালয়ের পুকুরে গত ২৪ নভেম্বর মৎস্যচাষ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডে। ওই দিন একই সঙ্গে মৎস্যচাষী দিবস উদ্‌যাপিত হয়। মহকুমায় এই প্রথম মিশ্র মৎস্যচাষ প্রকল্পের প্রস্তুতি নেওয়া হল বলে জানানো হয়েছে। প্রকল্প অনুযায়ী প্রতি বৎসর ছ' রকমের ভিন্নধর্মী মাছের উৎপাদন বাড়বে।

সেচ প্রকল্প উদ্বোধন

অরঙ্গাবাদ, ১৯ নভেম্বর—আজ সকালে বামুহা ক্ষুদ্রচাষী উন্নয়ন সংস্থার অনুদানে ও গৌড় গ্রামীণ ব্যাংকের অর্থ বিনিয়োগে বামুহা কিশোরপুর এলাকায় এ্যালুমিনিয়াম পাইপ লাইন সংযুক্ত সেচ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক অশোক গুপ্ত। ৮৮ হাজার টাকা এই প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয়। তার মধ্যে ৩৮ হাজার টাকা মুর্শিদাবাদ জেলা ক্ষুদ্রচাষী উন্নয়ন সংস্থা ভরতুকি হিসাবে দেন বাকী ৫০ হাজার টাকা গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্কর অরঙ্গাবাদ শাখা ঋণ হিসাবে দেন। ৪০ একর জমি সেচের সুযোগ পাবে এবং ১০০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী এর ফলে লাভবান হবেন। তাঁরা বৎসরে ৩টি করে ফসল ফলাতে পারবেন, যার আনুমানিক মূল্য ১ লক্ষ টাকা। ওই দিন জেলা শাসক আরো একটি গুচ্ছসেচ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন বামুহা-গাজীপুর এলাকায়। সেচ প্রকল্পের এই দুইটি স্থানেই সুতী ২নং ব্লকের অন্তর্গত। এখানে ৬৫ হাজার টাকা বিনিয়োগ করা হয়। তার মধ্যে ৩৯ হাজার টাকা গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ঋণ হিসাবে দেন এবং বাকী ২৬ হাজার টাকা ক্ষুদ্রচাষী উন্নয়ন সংস্থা ভরতুকি হিসাবে দেন। ৭০ একর জমি এই প্রকল্পে জলসেচের সুযোগ পাবে এবং ১০০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী উপকৃত হবেন। তাঁরা বৎসরে ৩টি করে ফসল ফলাতে পারবেন, যার আনুমানিক মূল্য ২ লক্ষ টাকা। দুটি অনুষ্ঠানেই জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও বি ডি ও এবং অন্যান্য সম্প্রসারণ কর্মী ও আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। খবরটি জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য ও জন-সংযোগ দপ্তর সূত্রের।

আদর্শ বিদ্যার্থী ভবন

ভারত সেবাশ্রম সংঘের অরঙ্গাবাদ কেন্দ্রে মনোরম আশ্রমিক পরিবেশে বিদ্যার্থীদের আদর্শ জীবন গঠন, চরিত্র গঠন ও ধর্মশিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৫০ জন বিদ্যার্থীর উপযোগী এক ছাত্রাবাস আগামী জানুয়ারী থেকে শুরু হবে। যাঁরা এই বিদ্যার্থী ভবনে ছাত্র ভর্তি করতে চান তাঁরা অধ্যক্ষ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, পোঃ অরঙ্গাবাদ জেলা মুর্শিদাবাদ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করে বিস্তারিত জানতে পারিবেন। —প্রাপ্ত

বাসষ্ট্যাণ্ড উদ্বোধন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বন্দ্যোপাধ্যায়। এটি তৈরী করেছেন ধুলিয়ানের শহীদ নলিনী ভ্রাতৃ সংঘ। ওই দিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রচুর জনসমাগম ঘটে, ভাষণ দেন দেবব্রত-বাবু। স্থানীয় পুরপিতাসহ শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে দেখা করে গঙ্গা ভাঙনের স্থায়ী প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ, ধুলিয়ান বালিকা বিদ্যালয়কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়-রূপে স্বীকৃতি দান, কাঞ্চনতলা উচ্চ বিদ্যালয়টিকে গঙ্গা ভাঙনের কবল থেকে রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দাবি জানান। অনুষ্ঠানে সংঘের পরিচালনায় ক্যারাম ও টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও বিজিতদের পুরস্কৃত করা হয়। সন্ধ্যায় একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

'জাল যার জলা তার'

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আর এস পির স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে রাজ্য কারা ও পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ দেড় ঘণ্টা ধরে আলোচনা করেন। ফরাক্কা ব্যারেজ এলাকার এক কিলোমিটারের মধ্যে মাছ ধরার বিষয়ে তাঁরা আলোচনা করেন। ফরাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজার ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, ওই এলাকার মধ্যে এখন মাছ ধরা নিষেধ। তাই আইনগত অসুবিধা কিভাবে দূর করা যায় সে বিষয়ে তাঁরা বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ ব্যাপারে আগামী মাসের প্রথম অথবা দ্বিতীয় সপ্তাহে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করা হবে এবং রাজ্য সরকারের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করা হবে বলে দেবব্রতবাবু জানান।

Phone :- Farakka 24

ডাঃ এস, এ, তালেব

ডি এম এস

পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।

হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর

(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)

ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শ্রমিক সভায় দুই মন্ত্রী

অরঙ্গাবাদ, ২৮ নভেম্বর—রাজ্যের পূর্ত ও গৃহনির্মাণ মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী এবং কারা ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় গতকাল বিকেলে স্থানীয় ডি এন কলেজ ময়দানে ইউ টি ইউ সি আয়োজিত এক শ্রমিক সভায় শ্রমিক-দের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন।

কাটা ধান আটক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গোপনে ধান কাটার সম্ভাবনার কথা টেলিফোনে থানায় জানান। থানা থেকে চার মাইল দূরত্বের এই গ্রামে পুলিশ আসে পরদিন রাত্রে অর্থাৎ পুরো ২৪ ঘণ্টা পর। মেজ দারোগা তারও পরদিন সকালে এসে ৪০ মণ কাটা ধান আটক করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বড় রকমের দাঙ্গা হাঙ্গামার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সংবাদদাতা জানাচ্ছেন স্থানীয় সি পি এম কর্মীদের সহায়তার জন্য এখন পর্যন্ত অপ্রীতিকর কোন ঘটনা ঘটেনি।

সুবর্ণ সুযোগ

কিরোসকার, উষা, কুপার ইত্যাদি কোম্পানীর পাম্পসেট, হাসকিং মেসিন এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি যন্ত্রের সঙ্গে দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার দ্বারা মেরামত করা হয়। নিম্নে যোগাযোগ করুন :—

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর

রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা

(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)

এটা প্রচার না, সত্য। পরীক্ষা করুন। নর্থবেঙ্গল টি বায়ার্স এসোসিয়েশনের সৌজন্যে চা ভাণ্ডারে সস্তায় ভাল চা এমন কি ১ কেজি চা ১২'০০তেও পাওয়া যাইতেছে। তবে কেবল সদরঘাট চা ভাণ্ডারে পাইবেন, কারণ চা ভাণ্ডারের আর কোন শাখা (ব্রাঞ্চ) নাই।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি

সিনিয়র রুস্তম বিড়ি

বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী

পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ

সেলস্ আফিস : গৌহাটি ও তেজপুর

ফোন : ধুলিয়ান—২১

বিভিন্ন প্রকার খাদি বস্ত্র, ছাপা সিল্ক শাড়ী, গরদ শাড়ী, গরদ থান, তসর, মটকা, কেঠে, রাপতা ইত্যাদির জন্য যোগাযোগ করুন :—

গান্ধী স্মারক নিধি

(খাদি গ্রামোদ্যোগ ভাণ্ডার)

রঘুনাথগঞ্জ ॥ বাজারপাড়া

পশ্চিমবঙ্গে সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কে

শর্ম্মা সরকার তদন্ত কমিশন

১৯৭০ সালের ২০ মার্চ থেকে ১৯৭৫ সালের ৩১ মে পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার বিষয়ে তদন্তের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতা হাইকোরটের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রী জে শর্মা সরকারকে নিয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেছেন।

শর্মা সরকার তদন্ত কমিশনের বিবেচ্য বিষয় : ক) তদন্ত করে দেখা এবং খুঁজে বার করা যে, ২০ মার্চ (১৯৭০) থেকে ৩১ মে (১৯৭৫) তারিখের মধ্যে কোন সরকারী কর্মচারী বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এমন কোনভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন কি না যার ফলে নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তিস্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশের আয়োজন করার, সমিতি বা সংঘ গড়ার অধিকার খর্ব বা বিলোপ করা হয়েছিল ; খ) তদন্ত করে দেখা এবং খুঁজে বার করা যে, নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার যদি ঐভাবে খর্ব করা হয়ে থাকে তবে তার পেছনে সরকারী ক্ষমতার অধিকারী কোন এক বা একাধিক ব্যক্তির অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের কতখানি প্রেরণা, সহায়তা বা প্ররোচনা ছিল ; গ) তদন্ত করে দেখা এবং খুঁজে বার করা যে, ঐভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব কি উদ্দেশ্যে এবং কার স্বার্থে হয়েছিল ও কারও নির্দেশে হয়েছিল কি না ; ঘ) পূর্বোক্ত অভিযোগগুলির সঙ্গে অন্য যে সমস্ত বিষয়ের প্রাসঙ্গিক সম্পর্ক রয়েছে বলে তদন্ত কমিশন মনে করবেন সেই বিষয়গুলিও বিবেচনা করে দেখা ; এবং ঙ) ভবিষ্যতে যাতে গণতান্ত্রিক অধিকার ঐভাবে লঙ্ঘিত না হয় সে ব্যাপারে যথোপযুক্ত পন্থা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পরামর্শ দেওয়া। তাছাড়া, চ) তদন্ত কমিশনের নির্দিষ্ট করা ফর্দে ও নির্ধারিত শপথপত্রসহ কোন ব্যক্তি বা সংস্থা তদন্ত কমিশনের কাছে পূর্বোক্ত বিষয়ে যে সব নালিশ বা অভিযোগ জানাবেন, সেগুলি সম্পর্কেও এই কমিশন তদন্ত করবেন এবং ছ) ক্ষমতার অপব্যবহারের যে সব দৃষ্টান্ত রাজ্য সরকার তদন্ত কমিশনের গোচরে আনবেন, সেগুলি সম্পর্কেও এই কমিশন তদন্ত করবেন।

উক্ত কমিশন গত ৭ নভেম্বর, ১৯৭৭ এ বিষয়ে একটি 'বিজ্ঞপ্তি' প্রকাশ করে ঐ তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্তসহ যথাসম্ভব বিশদ বিবরণ দিয়ে জনসাধারণকে তাঁদের নালিশ বা অভিযোগ পাঠাতে আহ্বান জানিয়েছেন। সেই নালিশ বা অভিযোগ নিম্নোক্ত ঠিকানায় রেজিষ্ট্রি ডাকে পাঠাতে হবে *অথবা* যে কোন কাজের দিন বেলা ১১টা থেকে বিকেল চারটের মধ্যে হাতে হাতে জমা দেওয়া চলবে :

সচিব, শর্মা সরকার তদন্ত কমিশন
বিধানসভা ভবন, পরিষদ-কক্ষ, কলিকাতা—১

নির্ভয়ে এগিয়ে আসুন ★ সত্য উদ্‌ঘাটনে সাহায্য করুন ★ ভবিষ্যতে যাতে আর কোন ক্ষমতাসীন দল এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি না করতে পারে তা সুনিশ্চিত করুন।

পঃ বঃ (তথ্য ও জন সংযোগ)——— । ৭৭

Government of West Bengal
Office of the District Inspector of Schools
Murshidabad
(Primary Education)

TENDER NOTICE

No. 1/Vyr. Plan/Bread.

Sealed tenders are hereby invited from the bonafide bakeries for the supply of breads each weighting 450 grams (sliced into six pieces of 75 grams each). The tenders should quote the rate of each piece of bread of the aforementioned weight, showing the cost of (a) each ingredient at the controlled rate and the market prices separately ; (b) Preparation (c) Packing (d) Distribution and (e) No. of loaves with 100 Kg. of mix. The composition of dough per 100 Kg. should be wheat flour 100 parts by weight, sugar 3 parts by weight vegetables oil - parts by weight, salt 2 parts by weight, yeast 1 part by weight, preservative-calcium proportionate 250 grams or Acetic Acid glacial 802, water 60 or more parts by weight.

The bakeries may be required to submit a statement of stock showing the position of commodities, including the opening balance, quantities used during the month and the closing balance and may be subjected to inspection and verification of the stock, in case of the tender being accepted.

The number of bread to be supplied : 3333 pieces each weighting 450 grams of above descriptions, the Break-up of the same Circle-wise is as follows :—
Distributions—The list of schools to which the breads are to be supplied in each circle named below may be had from the office of the undersigned.

This means, the road transport charges upto the point of distribution the schools as per list.

The names of the Circle—(1) Farakka (2) Jangipur (3) Raghunathganj (4) Suti (5) Sagardighi (6) Beldanga West (7) Raninagar (8) Nawda (9) Bharatpur South (10) Barwan.

The break up of the number of bread each weighting 450 grams per circle may be 333 breads approximately.

Earnest money is Rs. 500/- only. Tenders without earnest money will be summarily rejected. Besides, each tender must contain copies of (a Income and Sale Tax clearance certificates (b) Trade licence (c) red-cross and C. M. O. H.'s certificate for the competence of the bakery.

Any other detailed specification may be had on request.

The tenders will be opened on 30-11-77 at 3 p m in the Office of the undersigned and considered by the committee concerned.

The undersigned is not bound to accept the lowest tender and reserves the right to cancel any tender without assigning any reason thereof.

Sd/- S. Bhattacharyya
District Inspector of Schools (P. E.)
Murshidabad

অসীম চ্যাটারজি জঙ্গিপুর এসেছিলেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বহু সোনার ছেলে প্রাণে মরেছেন। পরিবেশ ও মানুষের মানসিক অবস্থা অনুযায়ী ধাপে ধাপে দলের কার্য্যধারার পরিসর বৃদ্ধি করা উচিত। মহকুমায় বহু হিংসাত্মক ও ধ্বংসাত্মক কাজ সি পি আই (এম এল) দলের নাম করে সমাজবিরোধীরা করেছে। বহু ডাকাত গাঁয়ে গাঁয়ে নকশালের কথা বলে বন্দুক ও টাকাপয়সা ছিনতাই করেছে। তবে নীতি ও আদর্শের জন্য নকশালরাও কিছু খারাপ কাজ করে বসেছেন।' 'তখন এখানে আন্দোলনের নির্দেশ দিতে নকশাল নেতা অসীম চ্যাটারজি ওরফে কাকা নৌকাপথে জঙ্গিপুরে এসেছিলেন'—তিনি একথা স্বীকার করে বলেন, 'অসীম চ্যাটারজি কোন এক জায়গায় গোপন সভা করেছিলেন। অবশ্য তিনি (নকশাল সংস্থা) ঐ গোপন সভায় উপস্থিত ছিলেন না।'

নকশালপন্থী কার্যকলাপের অভিযোগে পুলিশের হাতে রঘুনাথগঞ্জে যাঁরা ধরা পড়েছিলেন, তাঁরা কেউ কোন সাক্ষাৎকার দিতে রাজী হননি। তাঁরা বর্ত্তমানে বিভিন্ন ক্লাব ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। মহকুমার ফরাক্কা, ধুলিয়ান, নিমতিতা, রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদীঘি প্রভৃতি এলাকার কোথাও নকশাল আন্দোলন পুনর্গঠনের সমর্থনে কোন পোষ্টার, দেওয়াল লিখন বা কোন কার্যকলাপ সাম্প্রতিককালে চোখে পড়েনি।

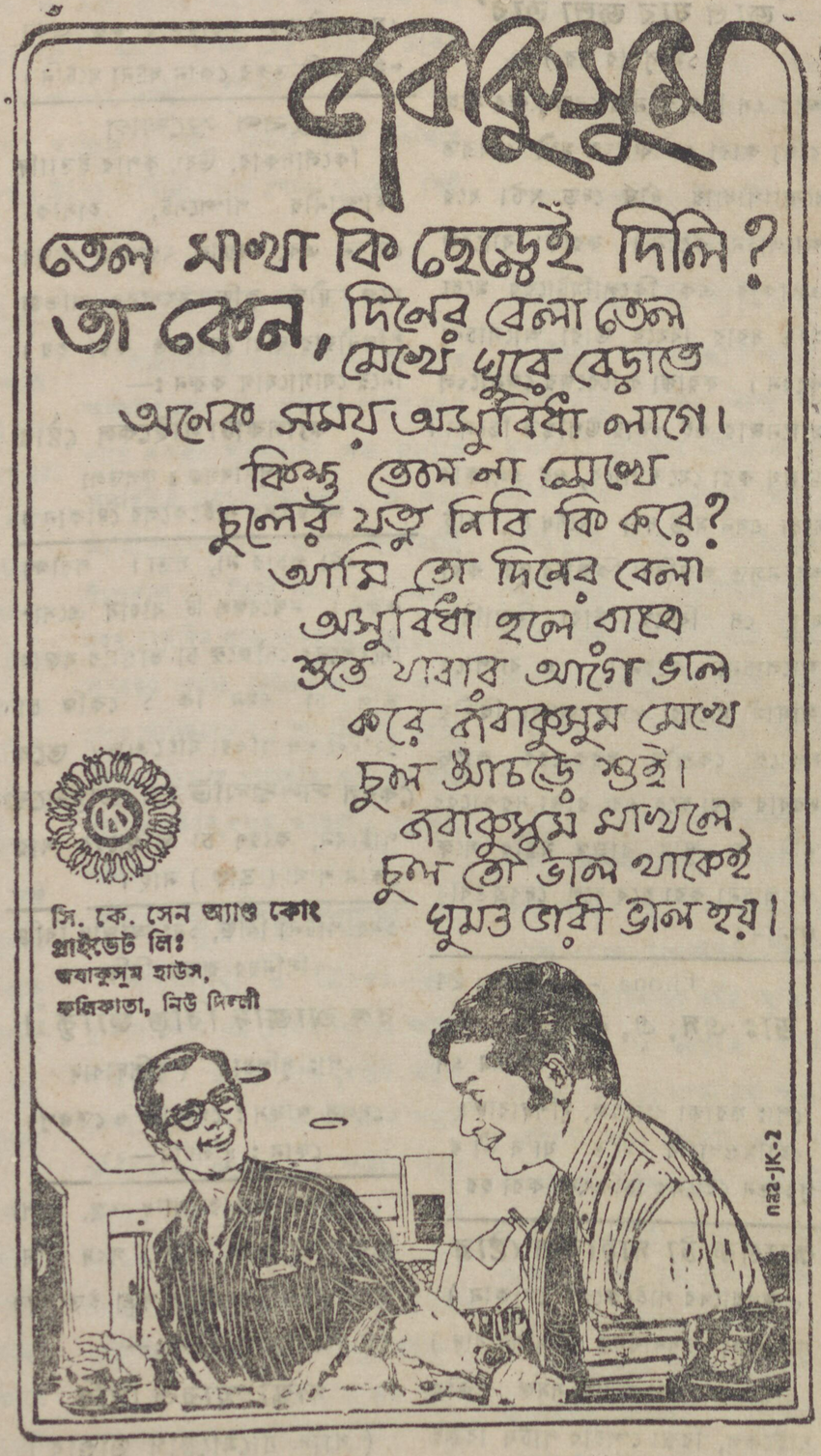

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।